ভোরের কাগজ

124

তারিখ ... MAR 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2 ...

এসএসসির তৃতীয় দিন

গণনকল অব্যাহত, শাহজাদপুরে ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত, সংঘর্ষ-গুলি

কাগজ প্রতিবেদক : অব্যাহত নকলের পাশাপাশি এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিন গতকাল রোববার সিরাজগঞ্জে শাহজাদপুরের একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের হাতে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত হয়েছেন। একই কেন্দ্রে পুলিশ ও নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ফাঁকা গুলি ও টিয়ার গ্যাস ছুড়ে। সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশসহ প্রায় ৩০ জন আহত হয়।

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খোন্দকার খলিলুর রহমানের সঙ্গে গতরাতে যোগাযোগ করা হলে তিনি

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

গণনকল অব্যাহত, শাহজাদপুরে ম্যাজিস্ট্রেট

● প্রথম পাতার পর

ভোরের কাগজকে বলেন, গত শনিবার দিনাজপুর চিরির বন্দর পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘটিত গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কেন্দ্রে গতকাল বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক তাকে ফোনে জানিয়েছেন। এ ছাড়াও দিনাজপুরের আরো কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েনের খবরও মৌখিকভাবে তিনি পেয়েছেন।

অধ্যাপক খলিলুর রহমান জানান, শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আগামীকালের মধ্যে বিডিআর মোতায়েন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি অনুরোধ করেছেন। এর মধ্যে বিডিআর ন দেওয়া হলে ৮ মার্চ থেকে এ কেন্দ্র বাতিল করে দিয়ে অন্যত্র পরীক্ষা নেওয়া হবে।

রাজশাহী বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, পাইলট স্কুল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করে সেখানে আদৌ কোনো পরীক্ষার পরিবেশ আছে বলে তার মনে হয়নি। তিনি বলেন, ঐ কেন্দ্রে কে পরীক্ষার্থী, কে পরিদর্শক, কে বহিরাগত তা বুঝে উঠা কঠিন ছিল।

গতকাল ছিল এসএসসির বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা। দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে কালও অবাধে নকল ও নকলে সহায়তার অভিযোগে বহু পরীক্ষার্থী ও শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। বেশ কয়েকজন নকল সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। গতকাল ঢাকা বোর্ডে ৪১২ জন, যশোর বোর্ডে ২১২ জন এবং রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ২৮৯ জন পরীক্ষার্থী ও ৬ জন শিক্ষককে বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে।

শাহজাদপুর প্রতিনিধি কবীর আজমল জানান, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ উপ-কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম নকল সরবরাহকারীদের প্রহারে গুরুতর আহত হন। তার ডান হাত ভেঙে গেছে এবং পিঠে মারাত্মক আঘাত পান। ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রহারের পর পুলিশ ও নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও ৩ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছুড়ে। এ সংঘর্ষে পাঁচ/ছয়জন পুলিশ ও ২০/২৫ জন নকল সরবরাহকারী আহত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে এ ঘটনা ঘটে। আহত ম্যাজিস্ট্রেট বাদী হয়ে এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

গতকাল শাহজাদপুর থানার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে মোট ৯৬ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গতকালও অবাধে নকল চলে।

কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, অভিনব উপায়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহ করছে বহিরাগতরা। পরীক্ষা কেন্দ্রের চালের টিন খুলে ওপর থেকে পরীক্ষার্থীদের কাছে নকল ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে গতকাল ৯ জেলায় ৪৯৬ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এরমধ্যে কুমিল্লায় ১৮২, ফেনীতে ৫২, লক্ষ্মীপুরে ৩৬, হবিগঞ্জের ২৬, সুনামগঞ্জে ৫, সিলেটে ৪২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৯, চাঁদপুর ৪৬ এবং নোয়াখালী ৭৯ জন। কুমিল্লার বরুড়া হাইস্কুল কেন্দ্র থেকে একজন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়।

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, পাকুন্দিয়া গার্লস স্কুলের শিক্ষক মোঃ সিরাজউদ্দিন পাকুন্দিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের কাছে নকল সরবরাহের সময় ম্যাজিস্ট্রেট প্রশান্ত কুমার দাস তাকে হাতেনাতে ধরে আটক করেন। পরে ঐ শিক্ষককে পুলিশের কাছে সোপর্দ করতে কেন্দ্রে সচিবকে নির্দেশ দেন তিনি।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ফ্রি স্টাইলে নকল অব্যাহ রয়েছে। কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রের বাই বহিরাগতদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে রেখে ভে বই খুলে এবং শিক্ষকদের সহযোগি নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লে 'সুব্যবস্থা' ছিল। গতকাল সেখানে ৫৬ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এ বরিশাল শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রের আ থেকে ১০ জন নকল সরবরাহক গ্রেপ্তার করা হয়।

নোয়াখালী প্রতিনিধি জানান, জেল থানা সদর ছাড়া অন্য সকল পরীক্ষা কে অবাধে নকল চলে। ছয়ানী আমিশা পাড়া, ছাতার পহিয়া, চন্দ্রগঞ্জ কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। নোয়াখালী জেলার ২০টি কেন্দ্র থেকে কাল ৭৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, জেলার নাকোল কেন্দ্রে একজন শিক্ষককে গতকাল নকলে সহায়তা করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়।

ধামরাই প্রতিনিধি জানান, ভালুম এ আর খান কলেজে গতকালও বহিরাগতরা কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষক ও গার্ডদের সহায়তায় প্রকাশ্যে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করে।

এ ছাড়াও আমাদের প্রতিনধিরা জানান, ঝিনাইদহে ছয় জন, বাউফল থানায় ১৩ জন, মতলব থানায় ৬৭ জন, ধামরাইয়ে নয়জন, মাগুরায় পাঁচজন পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়।